দৈনিক বাংলা

42

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

128

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন

ডাকসু নির্বাচন: ক্যাম্পাসে এখন আবেগ উত্তাপ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ডাকসুর নির্বাচন প্রচারণা এখন তুঙ্গে। সব কিছু ছাপিয়ে ক্যাম্পাসে এখন ভোট প্রার্থীদের আবেগ-উত্তেজনার উত্তাপ। বিভিন্ন পরিষদ সভা-সমাবেশ করে তাদের পক্ষে রায় চাইছে। ভোটের জন্যে প্রার্থীরা হল ক্যান্টিন, ডাইনিং হল এবং ছাত্রদের রুমে রুমে ধর্ণা দিচ্ছেন। কেউ কেউ অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পর্যন্ত যাচ্ছেন। প্রচারণার সময় যতই ফুরিয়ে আসছে প্রার্থীদের ভোটের জন্যে ব্যস্ততা যেন তত বাড়ছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। পরদিন বুধবার ডাকসু ও ১৩টি হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের 'দুদু-রিপন' পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিচিতি সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কার্জন হল লনে

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(১-এর পৃঃ পর)

প্যানেল পরিচিতি সভার আয়োজন করে।

ছাত্রদলের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। প্যানেল পরিচিতি করান রাকসুর সাবেক ভিপি ফজলুর রহমান পটল। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমানউল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে এতে বক্তৃতা করেন ডাকসুতে সংগঠনের ভিপি প্রার্থী শামসুজ্জামান দুদু।

বক্তাগণ বলেন: ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। আজ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হিংস্র থাবার সম্মুখীন। বঙ্গভূমির নামে ষড়যন্ত্র চলছে অথচ একটি দল এবং একজন নেত্রী এ সম্পর্কে নীরব। তাঁরা আরও বলেন, একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী আজ মৌলবাদ উচ্ছেদের কথা বলছে। স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন হয়ে এ দলটিই জামায়াত-আলবদরদের রেহাই দেয়। অথচ হত্যা করা হয়েছে সিরাজ সিকদারকে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, পদলাভের জন্যে ঐক্য করে নয়—গণতান্ত্রিক সমাজ এবং শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ছাত্রদল ডাকসু লড়ছে। ছাত্রদল আজ সেরা একটি নির্বাচনী শোভাযাত্রা বের করবে। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ আহলে হাদিস ছাত্র আন্দোলন পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়ে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের 'দুদু-রিপন' পরিষদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

জহিরউদ্দিন স্বপনের সভাপতিত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় একক বক্তা ছিলেন নাজমুল হক প্রধান। তাঁরা বলেন: সংগ্রাম পরিষদ ডাকসুকে আন্দোলনের হাতিয়ার করার লক্ষ্যেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পরিষদ সারা দেশের শিক্ষার সংকটও মোকাবিলা করবে। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে তার ম্যান্ডেটও হবে ডাকসুতে। ডাকসুর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন বেগবান করা হবে।

বক্তাদ্বয় আরও বলেন, একটি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলছে। অথচ এ সংগঠনের ভিপি প্রার্থীকে শেষ কাউন্সিল অধিবেশনে নিজ কর্মীদের অস্ত্রের মুখে পালিয়ে যেতে হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় প্যানেল পরিচিতি সভা আজ বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্র ফেডারেশনের ফয়জুল-ফারুক পরিষদের পরিচিতি সভা গতকাল কলাভবন ক্যাফেটেরিয়া চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডাকসুতে ভিপি প্রার্থী ফয়জুল হাকিম বলেন, আগামীদিনের লড়াইকে সংগঠিত করতে ছাত্র আন্দোলনকে বুর্জোয়া রাজনীতির বিমর্শিত বৃত্ত থেকে মুক্ত করতে হবে। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন এক বিবৃতিতে বলেছে, ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নে বুর্জোয়া ও সংশোধনবাদী দলগুলোর ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে।